যুগান্তর

ইবিতে নির্যাতনের প্রমাণ তদন্ত প্রতিবেদনে

ছাত্রীর আর্তনাদে উল্লাস করে নির্যাতনকারীরা

পানি চাইলে ময়লা গ্লাস চেটে পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হয় * চিৎকার করলে মুখে গামছা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় * নির্যাতনের ভিডিও ধারণ করেন ঊর্মি

সরকার মাসুম, ইবি

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

নির্যাতিত ছাত্রী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি। এতে নবীন সেই ছাত্রীর ওপর অমানবিক নির্যাতন এবং তাকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণের প্রমাণ মিলেছে। মারধর-অত্যাচারের সময় ছাত্রীটি যখন আর্তনাদ করছিলেন তখন অট্টহাসি আর উল্লাসে মেতেছিল নির্যাতনকারীরা। এছাড়া চিৎকার করলে তার মুখে গামছা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন ভুক্তভোগী ছাত্রী। পানি চাইলেও তাকে দেওয়া হয়নি। উলটো ডাইনিংয়ে নিয়ে পরিত্যক্ত ময়লা গ্লাস চেঁটে পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়। পুরো ঘটনায় সবচেয়ে উগ্র ভূমিকায় ছিলেন মীম ও ঊর্মি নামের দুই ছাত্রী। ১১ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদনের সঙ্গে ভুক্তভোগী ও অভিযুক্তদের লিখিত তথ্য-প্রমাণসহ শতাধিক পৃষ্ঠার রিপোর্ট

রোববার সকাল ১০টায় তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব আলীবদ্দীন খান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এইচএম আলী হাসান যুগান্তরকে বলেন, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনা মোতাবেক উপাচার্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। আমরা সেই কমিটির রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। প্রতিবেদনের কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর মহামান্য হাইকোর্ট যে নির্দেশনা দেবেন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

সূত্র জানায়, তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই রাতে শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা ৩০৬নং কক্ষ থেকে ভুক্তভোগী ছাত্রীকে গণরুমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আইন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ইসরাত জাহান মীম ও চারুকলার একই বর্ষের ছাত্রী হালিমা খাতুন ঊর্মি তাকে গণরুমে (দোয়েল ১) নিয়ে যান। এ সময় পাশের গণরুমের ছাত্রীদের কক্ষ থেকে বের না হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি তাদের ওয়াশরুমেও যেতে নিষেধ করা হয়। এরপর ভুক্তভোগী ছাত্রীর সিনিয়র, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের মোয়াবিয়া জাহানকে তার কক্ষ থেকে ডেকে আনেন একই বিভাগ ও সেশনের তাবাসসুম ইসলাম। শুরুতে মোয়াবিয়াকে ভুক্তভোগী ছাত্রীকে থাপ্পড় মারতে বাধ্য করা হয়। এরপর শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। চড়, থাপ্পড় ও গলায় ফাঁস দেওয়ার মতো করে চলে অত্যাচার। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী ছাত্রীকে বিবস্ত্র করা হয়। এসময় বাধা দিলে নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। হালিমা খাতুন ঊর্মি তার ফোন দিয়ে নির্যাতনের ভিডিও ধারণ করেন। এসময় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন ভুক্তভোগী ছাত্রী। বারবার তাকে ছেড়ে দিতে আকুতি জানান। কিন্তু তাতেও তাদের মন গলেনি, বরং অট্টহাসি আর উল্লাসে মেতে উঠে নির্যাতনকারীরা। পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে তারা। এছাড়া চিৎকার করলে তার মুখে গামছা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালিও করা হয়। একইসঙ্গে তাকে বাজে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে বাধ্য করা হয়। নির্যাতনের একপর্যায়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন ভুক্তভোগী। পানি চাইলেও না দিয়ে ডাইনিংয়ে নিয়ে পরিত্যক্ত ময়লা গ্লাস চেঁটে পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হয়। পুরো নির্যাতনে মীম ও ঊর্মি উগ্র ভূমিকায় ছিল। এ সময় গণরুমের সাধারণ ছাত্রীরা মুখ চেপে কাঁদছিলেন।

পরদিন সকলে আতঙ্কে ক্যাম্পাস ছাড়েন অনেক ছাত্রী। এ ঘটনা প্রকাশ না করতে মীম ও ঊর্মি গণরুমের ছাত্রীদের ভয়ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করেন। পরে ঘটনা জানাজানি হলে ভিডিও ডিলিট করে নিজের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি ব্যবহার করা বন্ধ করেন দেন উর্মি।

তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা যায়, এমন বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা শুনে বিব্রত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তদন্ত কমিটির সদস্যরাও। ভুক্তভোগীর নির্যাতনের বর্ণনার সময় কিছু ঘটনা এমন

তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. রেবা মণ্ডল বলেন, আমি খুবই ব্যস্ত, খুব কাজের চাপে আছি। প্রতিবেদনের বিষয়ে এখন কিছুই বলার নেই।

তদন্ত কমিটির সদস্য ও প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি প্রফেসর ড. দেবাশীষ শর্মা বলেন, এ বিষয়ে কিছু বলার অনুমতি আমাদের নেই। আমরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। তারা চাইলে বলতে পারেন। অন্য সদস্যরাও কোনো প্রকার মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, তদন্ত কমিটি আমাদের কাছে প্রতিবেদনের দুটি কপি জমা দিয়েছে। একটি কপি সিলগালা করে অলরেডি হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল (আজ) প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছুটিতে আছেন, তিনি ফিরলে তদন্ত প্রতিবেদন খোলা হবে। এর বাইরে আমি কিছুই বলতে পারছি না।

এদিকে তদন্ত প্রতিবেদনে কোনো প্রকার নির্দেশনা বা সুপারিশ করেনি কমিটি। শুধু ঘটনার সত্যতার বিষয়ে তদন্ত এবং ওই রাতে কী ঘটেছিল সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা ১০ দিনে প্রায় ৮৪ ঘণ্টা অভিযোগ গ্রহণ, শুনানি ও পর্যালোচনা করেন। তদন্তে ভুক্তভোগীর বড় বোনের বক্তব্যও শোনা হয়েছে। একইসঙ্গে এ ঘটনায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, প্রত্যক্ষদর্শীসহ গণরুমের অন্তত ২০ শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেন কমিটির সদস্যরা।

১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে এক নবীন ছাত্রীকে রাতভর নির্যাতন ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারনের অভিযোগ ওঠে শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরার বিরুদ্ধে। ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় ১৫ ফেব্রুয়ারি আইন বিভাগের প্রফেসর ড. রেবা মণ্ডলকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এদিকে হলের তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. আহসানুল হক যুগান্তরকে বলেন, আমাদের প্রতিবেদন লেখার কাজ চলছে। কালকের (আজ) মধ্যেই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার চেষ্টা করব।

ইবি শাখা ছাত্রলীগের গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কামরুল হাসান অনিক রোববার যুগান্তরকে বলেন, আজ (রোববার) রাতেই আমরা কমিটির চারজন বসে অলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। রাতেই অনলাইনে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আমরা প্রতিবেদন সাবমিট করব। সোমবার (আজ) কুরিয়ারের মাধ্যমেও প্রতিবেদনের হার্ড কপি কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়াই তদন্ত প্রতিবেদন : হলের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১২টি সিসিটিভি রয়েছে বলে জানিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে হল ডাইনিং ও গণরুমে প্রবেশপথে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী ওই ক্যামেরার ফুটেজ খুঁজে পেলে ওই রাতের ঘটনায় কারা

কারা জড়িত ছিল তা আরও স্পষ্টত হতো। কিন্তু ঘটনার ১৪ দিনেও সিসি ফুটেজ উদ্ধার করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তদন্ত কমিটি থেকে ফুটেজ চাওয়া হলেও হল কর্তৃপক্ষ তা দিতে পারেনি। এ ঘটনায় হল কর্তৃপক্ষ আইসিটি সেলকে দায়ী করছে।

হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. শামসুল আলম যুগান্তরকে বলেন, বায়োসের ব্যাটারি নষ্ট থাকায় সিসি ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আইসিটি সেলকে উদ্ধার করতে নির্দেশ দিয়েছি। তারা এখনো উদ্ধার করতে পারেনি। তবে আইসিটি সেলের পরিচালক প্রফেসর ড. আহসানুল আম্বিয়া বলেন, বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনা হলে তা উদ্ধার করা সম্ভব

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023

X